ভূমিকা

দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সুষম সামাজিক উন্নয়ন ও সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সংহত করণ, তৃণমূল পর্যায়ে গনতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনে সমবায়ের বিকল্প নাই। সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্র সল্প আয়ের মানুষ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তাদের শক্তি, সম্পদ ও সামর্থ ঐক্যবদ্ধ করে। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়, শ্রম উদ্যোগ, উপকরণ এবং প্রযুক্তি একত্রিত করে একটি বৃহৎ মূলধন সৃষ্টি করে। এই মূলধন দলীয় উদ্যোগে সুষ্ঠু বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের নিজের ও দলের অন্যান্যদের অর্থাভাব দূর করার নামই সমবায়। মহাজন ও দারিদ্র্যের করাল গ্রাস হতে সমবায় আনে মুক্তি। সমবায়ের মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদার সঙ্গে নিজেকে পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। মূলতঃ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য এ দেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সময়োপযোগী করণের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষতঃ নারী উন্নয়নে সমবায় নিকট ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

সমবায় মূলতঃ সঞ্চয়, পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, লভ্যাংশ বিতরণ ও কর্মসংস্হানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি সমবায় খাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯০৪ সালে পল্লী এলাকার উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বাংলাদেশে সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতাত্তোর সত্তরের দশকে এ দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ সুবিধা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ সময়ে কৃষি ও কৃষিজাত শিল্পায়নে সমবায়ের উপরোক্ত ধারা চলমান থাকে । যা আশির দশকে সবুজ বিপ্লব অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। নব্বই এর দশকে দেশে সংস্কার কর্মসূচী চালু হলে সরকারের বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণ নীতির আওতায় সমবায়ের জন্য নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। যার ধারাবাহিকতায় আজ গড়ে উঠেছে হাজার হাজার নতুন শ্রেণীর সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতে বিভিন্ন কারণে সমবায়ের কার্যক্রমে ভাটা পরিলক্ষিত হলেও দুগ্ধখাতে সমবায়ের ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। এ ছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্হাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিস্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্হানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহনখাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন সমবায় দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ মূলতঃ তিন স্তরে সংগঠিত। স্তর তিনটি হলো - প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয়। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৮,৫৯৬ টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৭,৪০৫ টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,১৬৯টি এবং জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি। একই সময়ে প্রাথমিক সমিতিগুলোর ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১,০৩,২৬,৮৬৩ জন। এ সকল সমিতির মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ৩১৬৭.৪১ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ৫,৯২৫.৩২ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ১০,৪৬৬.১০ কোটি টাকা।

সমবায় অধিদপ্তরের এ প্রতিবেদনে ২০১৪-২০১৫ সালে সমবায় খাতের কর্মকান্ডের একটি স্বচ্ছ ও সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মূলত: দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ৫টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোতে সমবায় অধিদপ্তর সহ সমবায় কার্যক্রমের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অংশে দেশের বিভিন্ন জেলায় কার্যরত সফল প্রাথমিক সমবায় সমিতির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণও এ অংশে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে কতগুলো পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে যেখানে সমবায় সমিতিগুলোর বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এ অংশে জেলা ভিত্তিক ও ক্যাটাগরী ভিত্তিক পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল সেক্টরে সমবায় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল ঃ

(১) কৃষি সমবায় ঃ

স্বাধীনতার পর এদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র পীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এ সময়ে এদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে প্রথম সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে : কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন ও প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংক। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতি সংখ্যা ৮৮,৮৫৪ টি। এ সকল সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক নামে একটি জাতীয় সমবায় সমিতি।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ : সাবেক পূর্ব পাকিস্থানে কৃষি সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইষ্ট পাকিস্থান প্রভিনসিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হিসেবে নামকরণ করা হয়। এটি একটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ব্যাংক সদস্যদের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ করে থাকে এবং আমানতের সুদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে প্রদান করে থাকে। এই ব্যাংকের কোন শাখা নেই। সদস্যভূক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আঁখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭৬টি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৫৪৭.৮৮ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৮৬৮.৭২ লক্ষ টাকা।

(২) বাজারজাতকরণ সমবায় ঃ

এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে- কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ২৫২টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৪,১৮৩ জন। এছাড়াও জুন'১৫ পর্যন্ত এ সমিতিগুলোর শেয়ার মূলধণের পরিমাণ ৭২৮.৮৭ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৪৫৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা। একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে ; সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ।

বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ : কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্যে দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৩৭ টি। বর্তমানে এর শেয়ার মূলধন ৪৪.৭২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১.৮৮ লক্ষ টাকা ।

(৩) শিল্প সমবায় ঃ

এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্ত শিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি । বর্তমানে দেশে এ প্রকার মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৬২১ টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৮১,০০০ জন। জুন'১৫ পর্যন্ত এ সমিতিগুলোর শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৬৭৫.৭৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৬২০.৭৯ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ৪৩.৬৩ লক্ষ টাকা। এছাড়াও এ খাতের সাথে ৪(চার) টি জাতীয় সমবায় সমিতি সম্পৃক্ত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) **বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড ঃ** সমবায়ী তাঁতীদের জন্য বিদেশ থেকে রং, রাসায়নিক দ্রব্য, সূতা ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীসহ তাঁতীদের ঋণ প্রকল্প ও স্হানীয় মিলের সূতা বিতরণ করা সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫২টি। এর মধ্যে ১টি সরকার, ৫০টি কেন্দ্রীয় সমবায় শিল্প সমিতি এবং ১টি কেন্দ্রীয় লবণ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.৬০ লক্ষ টাকা।

(খ) **বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড** ঃ পাট চাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্নাঙ্গ পাটকল স্হাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা (লিঃ) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি হিসাবে ১৫/১০/৪৯ ইং তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩৬ টি। এর মধ্যে ১টি সরকার, ৫৫টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ২৮০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৩.৭৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ১৫৫.৬০ লক্ষ টাকা।

(গ) **দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড** ঃ পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ। পরবর্তীতে বিগত ১৭/০৫/০৬ ইং তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫ টি। এর মধ্যে ১টি সরকার, ৪টি জাতীয় সমবায় সমিতি, ৭৯টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৭৯১টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.২০ লক্ষ টাকা।

(ঘ) **সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড**ঃ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমূখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতীদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেন্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেন্ডারিং ফ্যাক্টরী করার জন্য বিগত ১০/৯৬/১৯৫১ ইং তারিখে ইষ্ট পাকিস্থান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লিঃ নামে এই সমিতি নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ এর উপ আইন সংশোধন পূর্বক একে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি। এর মধ্যে ৪৩টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ৪৬৮টি তন্তুবায় সমবায় সমিতি, ২৪১টি বহুমূখী সমবায় সমিতি এবং ৬৪৮ জন ব্যক্তি সদস্য। বর্তমানে এর শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা।

(৪) মৎস্য সমবায় ঃ

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়রের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গুলো হচ্ছে প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমবায় সমিতি প্রায় ৯,৬৬৬টি, তম্মধ্যে প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৯,৫৭৫টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯১ টি। এই সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩,৯২,৯০৭ জন। জুন '১৫ পর্যন্ত এ সকল সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৮৬৬.৯০ লক্ষ টাকা,

সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৩২৪২.৩০ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ২২৬.৭৪ লক্ষ টাকা। এ সকল সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড :

মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহল অধিগ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ সমস্ত দেশের মৎস্যজীবী সমবায় সমূহের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা।

(৫) মহিলা সমবায় ঃ

মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভূক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ। বর্তমানে এ ধরনের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় মোট সমিতির সংখ্যা ২৭,৫২৯টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৩৩,৬০০ জন। এছাড়া জুন'১৫ পর্যন্ত এ সমিতিগুলোর শেয়ার মূলধণের পরিমাণ হচ্ছে ৪১৩৬.৪০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১,২৪৭.১৮ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ৪১.৬৪ লক্ষ টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির সাথে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি নামে একটি জাতীয় সমবায় সমিতি সম্পৃক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি: নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভূক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি: ১৯৭৭ সনের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯ টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি।

(৬) পরিবহন সমবায় ঃ

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় মেক্সি চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে - প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরী চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে দেশে এ ধরনের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় মোট সমিতির সংখ্যা ১১৫৯ টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৬৭,৫১০ জন। এছাড়াও জুন'১৫ পর্যন্ত এ সমিতিগুলোর শেয়ার মূলধণের পরিমাণ ৫৯৪.৯১ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১০৬৩.৭৩ লক্ষ টাকা। বিগত ৩ বছর যাবৎ এ ধরনের সমিতিগুলোর শেয়ার ও সঞ্চয় এর পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। এ ছাড়াও ৪(চার) টি জাতীয় সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) বাংলাদেশ গণ পরিবহন চালক সমবায় সমিতি (২) বাংলাদেশ হিউম্যান হলার চালক সমবায় সমিতি (৩) বাংলাদেশ অটোরিক্সা চালক সমবায় ফেডারেশন ও (৪) বাংলাদেশ অটো টেম্পো/পোর্টার ক্যাব/ট্যাক্সি ক্যাব চালক সমবায় সমিতি।

(৭) গৃহায়ন সমবায় ঃ

ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বত:স্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠে। প্রাথমিক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্লাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। বর্তমানে দেশে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ২৪৫ টি এবং এর ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩৫,৮৭১ জন। এছাড়াও ১টি জাতীয় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এটি হচ্ছে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ হাউজিং ফেডারেশন ।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ হাউজিং ফেডারেশনঃ প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর তদারকি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ ইং সালের মার্চ মাসে এই ফেডারেশন গঠিত হয়। এটি একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি। সমিতিটির কার্য এলাকা সমগ্র দেশব্যাপী। এটি মূলত: বিভিন্ন সদস্য সমিতি সমূহের সদস্যদের জন্য নূন্যতম খরচে বাড়ীঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪১টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ০.৩৯ লক্ষ টাকা।

(৮) দুগ্ধ সমবায় ঃ

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জন্য দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় জীবিকা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরনীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা) নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৫০টি এবং ব্যক্তি সদস্য ৯৮,২৩৪ জন। জুন'১৫ পর্যন্ত এ সকল প্রাথমিক সমিতির শেয়ার মূলধন ৪৬০.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৮৫.৮৫ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা): দেশের অন্যতম প্রধান তরল দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি হিসাবে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়াতে সরাসরি অবদান রাখছে। বর্তমানে মিল্কভিটার সদস্য সমিতির সংখ্যা ১,৭০২টি প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মিল্কভিটা প্রায় ৬৭৫.৭০ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে ।

৯) বীমা সমবায় ঃ

দুটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো হচ্ছে ঃ

ক) **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ**- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার প্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে বিগত ১০/১২/৮৪ইং তারিখে "বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ" প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮০৩ টি। এর মধ্যে ৯টি জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি, ১২০ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৬৭৪ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা ।

খ) **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ** দেশের সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে "বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স" নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৯ টি। এর মধ্যে ৩টি জাতীয় সমবায় সমিতি, ১০৪টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ৪৮০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ২২ জন ব্যক্তি সদস্য। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা ।

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশে সমবায়ের নতুন মাত্রা সংযোজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমবায়কে সম্পৃক্ত করে একই সাথে জাতীয় উন্নয়ন ও ব্যাক্তি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা চলছে । আশ্রয়ণ, পানি ব্যবস্হাপনা ইত্যাদি সমিতি তারই দৃষ্টান্ত বহন করে। আশা করা যায় সমবায় তার কার্যকারীতাকে আরো ফলপ্রসূভাবে বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

(১০) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় ঃ

এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রাথমিক সমিতিগুলো হচ্ছে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিটই উনিয়নএবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি। বর্তমানে দেশে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১৭,০২৬টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১০,৫৪,২৩৩ জন। এছাড়াও এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব)। এটি একটি কেন্দ্রীয় সমিতি। জুন'১৫ পর্যন্ত এ

সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৮৬টি, শেয়ার মূলধন ২৩৬৬২.১২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৩০৮৮.৩১ লক্ষ টাকা।

(১১) আশ্রয়ণ সমবায় ঃ

এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। সমাজের ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের পূনর্গঠন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের সমিতিগুলো সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর প্রকল্পে পূর্নবাসিতদের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রশিক্ষন এবং প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। সারা দেশে এ পর্যন্ত (জুন/১৫) ১৩৮৯ টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ১,৫১,৮৪২ জন, শেয়ার মূলধন ১৩৯.৯৫ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৯৮.৬৯ লক্ষ টাকা।

(১২) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ঃ

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মান করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণীর জনগনের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলী নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন'১৫ পর্যন্ত সারা দেশে এধরনের সমবায় সমিতির সংখ্যা ১০৩৮ টি এবং এদের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,১৯,১৫৩ জন।

সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০১৪-২০১৫)

১। সমিতির সংখ্যা

জাতীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি	মোট
২২	১১৬৯	১৮৭৪০৫	১৮৮৫৯৬

২। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা

পুরুষ	মহিলা	মোট
৮২৯২৬০৯	২০৩৪২৫৪	১০৩২৬৮৬৩

৩। সমবায় সমিতির মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি	মোট
ক) অংশগত মূলধন	৪৫১৩.১৮	১১০৯৮.১৭	৩১৬৭৪১.৫৩	৩৩২৩৫৩.৬৮
খ) সঞ্চয় আমানত	১২০৬.৩২	২২৬৪৭.৬৫	৫৯২৫৩২.৬৭	৬১৬৩৮৬.৬৪
গ) সংরক্ষিত তহবিল	৩২৩৯৮.২৭	২০০৬৪.৫৩	৩০১৩৯.২০	৮২৬০২.০০

৪। সমবায় সমিতির সম্পদ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি
ক) ভৌত সম্পদ	৩৯১১৫.২৩	৪৬৩৬৬.৪৬	৪২৭৮৩০.৫০
খ) বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	৩৪৪২৯.৫৮	৩৮৬৬৭.৫৬	৮৯৪৮৯.৯৮
গ) মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	১১৩৫০.৪৫	২১৪৪৭.৩৩	৩৪২৮৮.০৬
মোট	৮৪৮৯৫.২৬	১০৬৪৮১.৩৫	৫৫১৬০৮.৫৪

৫। সমবায় এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান

সমিতিসমূহের অফিসে চাকুরীরত	সমিতির কর্মসূচীতে চাকুরীরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা	মোট
৫৭২৪৮	৩০৮৭৫	৩৮২৭৪	৩৭০৯৫৪	৪৯৭৩৭১

৬। সমবায় প্রশিক্ষণ **(জন)**

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত	ভ্রাম্যমান দল কর্তৃক পরিচালিত	মোট
৯৭৬৩	৪৫৪৬৫	৫৫২২৮

৭। সমিতি নিবন্ধন

সাধারণ	বিআরডিবি	মোট
৪১১১	১৮৯০	৬০০১

৮। সমিতির নিবন্ধন বাতিল

সাধারণ	বিআরডিবি	মোট
১০৯১৩	২৮৯৮	১৩৮১১